Name of the study area: Rural
Data Type: IDI with Household
Length of the interview/discussion: 42:35min.
ID: IDI_AMR105_HH_R_23 May17

Demographic Information:

Gender	Age	Education	Healthcare decision maker or caregiver	Income	Ages and gender of children living in HH	Ages and gender of older adults living in HH	Ethnicity	Family members
Female	45	Class-VIII	Caregiver	50,000 BDT	4 Year-Male	No	Banglai	Total=6; Child-1, Husband, Wife, Son, Daughter (Res) & Son-in-law.

প্রশ্নকর্তাঃ রেসপনডেন্ট নেম .....। বয়স ৪৫, কেয়ারগিভার। বাচ্চার বয়স চার বছর। এক জন বিদেশ আর ডেইরি ফার্ম বিজনেস। তো আপা, আমি একটু শুরু করি, আসসালামুয়া্লাইকুম,আমি এসেছি ঢাকা মহাখালি কলেরা হসপিটাল থেকে, আমি এখানে এসেছি আসলে আমরা একটা জিনিস নিয়ে গবেষণা করছি, সেটা হল মানুষ ও বাসা বাড়ি সমুহে মানুষ ও আপনাদের বাসা বাড়ীতে যে গরু ছাগল আছে, এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা একটু কথা বলব। কারণ হল এই মানুষ এবং প্রাণীগুলো যদি অসুস্থ্য হয় তখন আমরা কোথায় যায়, কার কাছে যায়, কি পরামর্শ নিই, কি ধরনের চিকিৎসা নিই, এবং এই গুলোর জন্যে কোন এন্টিবায়োটিক লাগে কিনা, এই কতগুলো বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলব, তো আমরা আসলে জানতে চাইব যে, ভবিষ্যতে এন্টিবায়োটিকের যাতে যতাযত বা নিরাপদ ব্যবহার করা যায়, এই জন্যে সরকারকে পলিসি লেভেলে যাতে এই বিষয়টা আসে সে জন্যে আমরা আসছি। এখান থেকে যে তথ্যগুলো আমরা পাব, সেগুলো জনসাধারণ যাতে নিরাপদ ভাবে বা যতাযত এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার করা হয়, সেটার জন্যে আমরা কাজ করতেছি, আপা, এতক্ষণ আমরা যে কথা গুলো বললাম সে কথাগুলো এখানে লিখিত আকারে আছে, আপনি আমার সাথে যদি কথা বলতে রাজি থাকেন, আপনার নামটা একটু বলেবন। আপনার নামটা?

উত্তরদাতাঃ .....

প্রশ্নকর্তাঃ ..... না শুধু .....?

উত্তরদাতাঃ .....। (বাচ্চার কথার শব্দ)

প্রশ্নকর্তাঃ আইচ্ছা, আপনি এখানে একটা সই দিবেন যে আপনি আমার সাথে কথা বলতে রাজি আছেন। এই জায়গায় টাতে।

উত্তরদাতাঃ এই উপরে,

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ,এই যে।

উত্তরদাতাঃ হ।

প্রশ্নকর্তাঃ ধন্যবাদ। তো আপা, কেমন আছেন আপনি?

উত্তরদাতাঃ ভাল, আপনি ভাল আছেন?

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ, আছি, আলহামদুলিল্লাহ। আপনি কি করেন?

উত্তরদাতাঃ আমি কিছুই করি না,

প্রশ্নকর্তাঃ সংসারের গৃহস্থালি কাজ কর্ম করতে হয় না?

উত্তরদাতাঃ সংসারের কাজ কাম তো করি।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনার পরিবারে এখানে কে কে আছে?

উত্তরদাতাঃ আমার বাবা মা, একটা ভাই আর একটা ভাই বিদেশ। আর আমার একটা ছেলে। আমার স্বামী।

প্রশ্নকর্তাঃ মোট কয় জন?

উত্তরদাতাঃ ছয় জন।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনাদের কোন গৃহপালিত পশু আছে?

উত্তরদাতাঃ আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ কি আছে?

উত্তরদাতাঃ গাই, বাছুর আছে। ষাঁড় আছে,

প্রশ্নকর্তাঃ গাই-বাছুর আছে, ষাঁড় আছে?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নকর্তাঃ কয়টা আছে।

উত্তরদাতাঃ একটা খাসি আছে, একটা গাই, একটা বাছুর, একটা ষাঁড়,

প্রশ্নকর্তাঃ মোট তিনটা?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ,

প্রশ্নকর্তাঃ এই দিকে হাঁস মুরগীর কি অবস্থা?

উত্তরদাতাঃ হাঁস মুরগী আছে, সাতটা।

প্রশ্নকর্তাঃ এখন আমি একটু জানতে চায়, আপনার ছেলের বয়স কত বলেছেন?

উত্তরদাতাঃ চার গিয়ে পাঁচে পড়েছে।

প্রশ্নকর্তাঃ পাঁচে পড়েছে, পাঁচ কি পুরা হয়েছে?

উত্তরদাতাঃ যায় যাইয়া, এই মাসে পাঁচে পড়ল।

প্রশ্নকর্তাঃ তাহলে তার চার শেষ হয়ে পাঁচ বছরে পড়েছে , তার বার্থ ডে কবে বলেন তো একটু?

উত্তরদাতাঃ এই যে মে মাসের চার তারিখে।

প্রশ্নকর্তাঃ এই মাস কোন মাস?

উত্তরদাতাঃ এই মে মাস না। মে মাসের চার তারিখে।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনার বাড়ীতে কি কি ধরণের জিনিস আছে আমাকে একটু বলেন তো? আপনাদের পরিবারে কি কি আছে?

উত্তরদাতাঃ ঘরের জিনিস?

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ,

উত্তরদাতাঃ টিভি, ফ্রিজ, সুকেজ, আলমারি, ড্রেসিং টেবিল, ডাইনিং টেবিল, চেয়ার টেবিল, ফ্যান আরও অনেক কিছু আছে। গ্যাসে চুলা আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ আইচ্ছা, গ্যাসের চুলা কি ঐযে বারনারগুল?

উত্তরদাতাঃ ঐযে বোতল ভরে আনে, কিনে আনি।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনাদের পরিবারের মাসিক আয় কত?

.....০৫.০১ .মিনিট.....

উত্তরদাতাঃ এক লাখ টাকা। (মুরগীর ডাকের শব্দ)

প্রশ্নকর্তাঃ কিভাবে এই এক লাখ টাকা ইনকাম হয় আমাকে একটু বলেন?

উত্তরদাতাঃ ওই যে বিদেশ। এক ভাই বিদেশ, বাবা গরুর ব্যবসা করে।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনাদের পরিবারের সবাই কেমন আছে? শরীর স্বাস্থ্যে কি অবস্থা একটু বলেন তো।

উত্তরদাতাঃ স্বাস্থ্যের মধ্যে আম্মুর তো অসুস্থ হয় বেশি।

প্রশ্নকর্তাঃ কি হয়?

উত্তরদাতাঃ আম্মুর ব্যাথা খালি। হাড় ক্ষয় গেছে মনে করেন, গ্যাস্টিক আলসার। খালি ব্যাথাই বেশি। আব্বুরও ব্যাথা আছে। এইটুকুই সমস্যা আর কোন সমস্যা নাই। আম্মু কিছু দিন আগে অপারেশন করে এসেছে।

প্রশ্নকর্তাঃ কত দিন আগে অপারেশন হয়েছে?

উত্তরদাতাঃ চার মাস আগে

প্রশ্নকর্তাঃ চার মাস আগে। এখন কি অবস্থা উনার?

উত্তরদাতাঃ এখনও তো খালি ব্যাথাই বলে, ব্যাথা।

প্রশ্নকর্তাঃ কিসের ব্যাথা? ব্যাথাটা কোথায়?

উত্তরদাতাঃ মাঞ্জায়। পায়ে ব্যাথা, গ্যাস্টিক খালি, বুকে না জ্বালা পোড়া করে।

প্রশ্নকর্তাঃ এটা কি গ্যাস্টিকের প্রবলেম বলেছে নাকি অন্য কোন অসুখ বলেছে?

উত্তরদাতাঃ গ্যাস্টিকের ব্যাথা, খালি জ্বালা পোড়া করে। আলসার হয়ে গেছে। পেটে খালি জ্বালা পোড়া।

প্রশ্নকর্তাঃ এখন কি কোন ওষুধ খায়?

উত্তরদাতাঃ খায় ওষুধ।

প্রশ্নকর্তাঃ কি ধরণের ওষুধ খায়?

উত্তরদাতাঃ গ্যাস্টিকের সারজেল আছে ওইটা খায়, এন্টাসিড় বোতল আছে , আর হল হাড় ক্ষয়ে গেছে তার জন্যে ওষুধ খায়,

প্রশ্নকর্তাঃ এর সাথে কি কোন ধরণের এন্টিবায়োটিক ওষুধও খায়?

উত্তরদাতাঃ অপারেশন যখন হয়েছে তখন এন্টিবায়োটিক দিয়েছে, খায় অপারেশন হয়েছে যে ওই কালীন।

প্রশ্নকর্তাঃ এই যে ছোট বাচ্চাটা আছে সেটাও তো আপনি দেখা শুনা করেন, না?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ

প্রশ্নকর্তাঃ ওর যদি কোন ধরনের ওষুধ লাগে তাহলে ওইটার দেখা শুনা করে কে?

উত্তরদাতাঃ আমিই করি।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনিই করেন?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নকর্তাঃ ওর কি ধরণের অসুস্থতা প্রায় হয়ে থাকে?

উত্তরদাতাঃ অসুস্থ তো হয়, খালি ভাত খাওয়ার রুচি নাই। ভাত খাইবার চায় না।

প্রশ্নকর্তাঃ ওর কি কি হয় একটু বলেন তো?

উত্তরদাতাঃ ঠান্ডা লাগে, জ্বর আসে, এইটায় সমস্যা আর কোন বড় ধরণের সমস্যা নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ ঠান্ডা কি এখনও আছে?

উত্তরদাতাঃ না, এখন ঠান্ডা নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ কবে হয়েছে সর্বশেষ?

উত্তরদাতাঃ এই যে কিছু দিন আগেই হয়েছে, ঠান্ডা কাশ। আস্ট দিন হয় ওষুধ খাওয়াইছি।

প্রশ্নকর্তাঃ কয় দিন?

উত্তরদাতাঃ আস্ট দিন (আট দিন)

প্রশ্নকর্তাঃ কি ওষুধ খাওয়াইছেন?

উত্তরদাতাঃ এই মনে করেন নাপা খাওয়াইছি জ্বরের জন্যে, ঠান্ডার জন্যে কি ওষুধ খাওয়াইছি তা মনে নেই। (গাড়ীর শব্দ)

প্রশ্নকর্তাঃ এই যে ওষুধ খাওয়াইছেন, সেগুলো কি বাসায় এখনও কোনটি আছে?

উত্তরদাতাঃ আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ ওষুধ রয়ে গেছে?

উত্তরদাতাঃ আছে, আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ ওই গুলো কি শেষ করেন নাই?

উত্তরদাতাঃ শেষ হয়েছে, মনে করেন এখন তো আর ঠান্ডা কাশ নাই তাই আর খাওয়াই নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ এই গুলো কি পরে আবার খাওয়াইবেন?

উত্তরদাতাঃ না না আর খাওয়ামু না।

প্রশ্নকর্তাঃ হুম

উত্তরদাতাঃ আর খাওয়ামু না।

প্রশ্নকর্তাঃ এই গুলো কি ভবিষ্যতে খাওয়ানোর জন্যে রেখে দিয়েছেন?

উত্তরদাতাঃ না, ওই গুলো ফালাইয়া দিমু।

প্রশ্নকর্তাঃ ওই গুলো ফালাই দিবেন, তো এখন রাখছেন কেনো?

উত্তরদাতাঃ রাখছি... ফালাবার মনে নাই কা।

প্রশ্নকর্তাঃ এখন একটু বলেন যে, আপনার আম্মার অসুস্থতার কথা উনি যখন অসুস্থ হয় তখন দেখা শুনা করে কে?

উত্তরদাতাঃ আমিই করি।

প্রশ্নকর্তাঃ উনার যে ব্যাথা, বুকে জ্বালা পোড়া এই গুলো কি সব সময় লেগে থাকেই। উনার কি হয় একটু বলেন তো?

উত্তরদাতাঃ সব সময় লাগে না, মনে করেন যখন কাজ কাম একটু বেশি করে তখন ব্যাথা করে। আগুনের কাছে যাইবার পারে না তখন জ্বালা করে।

প্রশ্নকর্তাঃ এই জ্বালা পোড়া করলে তখন আপনারা কি করেন?

উত্তরদাতাঃ ওষুধ খাওয়ায়। ওষুধ দিলে কমে,

প্রশ্নকর্তাঃ এই ওষুধ গুলো কোথায় থেকে আনেন?

উত্তরদাতাঃ অংশগ্রহণকারীর নিজগ্রাম, নিজ শহরে থেকে।

প্রশ্নকর্তাঃ কে আনে, এইগুলো কে আনতে যায়?

উত্তরদাতাঃ আব্বু যায়।

প্রশ্নকর্তাঃ ওষুধ আনতে আপনার বাবা যায় কিন্তু ওষুধ গুলো খাওয়ানোর ক্ষেত্রে কে মনে করিয়ে দেয়?

উত্তরদাতাঃ উনি মনে করে খায়, আমরাও মনে করিয়ে দেই।

প্রশ্নকর্তাঃ আইচ্ছা, বাড়ীতে তো অনেক কাজ কাম থাকে, কাজ কাম করতে গিয়ে এই রকম কখনও কি হয়েছে যে কেউ অসুস্থ হয়ে গিয়েছে? এই রকম কোন ঘটনা আপনাদের পরিবারে ঘটেছে?

.....১০.১০ মিনিট.....

উত্তরদাতাঃ না, এই রকম কিছু ঘটে নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনার বাচ্চার নাম কি বললেন?

উত্তরদাতাঃ .....

প্রশ্নকর্তাঃ .....কি অবস্থা বলেন তো?

উত্তরদাতাঃ ..... অবস্থা ভালই।

প্রশ্নকর্তাঃ কখনও কি অসুস্থ হয়েছে?

উত্তরদাতাঃ অসুস্থ তো হয়ই।

প্রশ্নকর্তাঃ কি হয়?

উত্তরদাতাঃ ঠান্ডা, জ্বর, কাশ। এই গুলো হয়েছে এক মাসও হয় নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ ওর অসুস্থতার জন্যে আপনারা কোথায় যান? কি করেন?

উত্তরদাতাঃ অংশগ্রহণকারীর নিজগ্রাম ।

প্রশ্নকর্তাঃ কার কাছে যান?

উত্তরদাতাঃ অংশগ্রহণকারীর নিজগ্রাম ক্লিনিকের ডাক্তারের কাছে যায়। ..... ক্লিনিক থেকে আনি।

প্রশ্নকর্তাঃ ওখানে কারা বসে?

উত্তরদাতাঃ ডাক্তারের নাম তো জানি না

প্রশ্নকর্তাঃ নাম দরকার নাই, ওইটা কি ডাক্তার না ফার্মাসি আপনারা কোনটা তে যান?

উত্তরদাতাঃ ডাক্তার,ওইটা ক্লিনিকের ডাক্তার। ভাল ডাক্তার, উনার কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে আমরা ওষুধ তশুধ নিয়ে আসি। ভাল ডাক্তার ই সে, সব সময় সে ওখানে থাকে।

প্রশ্নকর্তাঃ এই যে ডাক্তারের কাছে যাবেন এই সিধান্তটা কে নেই?

উত্তরদাতাঃ অসুস্থ হলে তো আমি যাই, আমিই আনি। আমিই আনি ওষুধ বাচ্চার জন্যে

প্রশ্নকর্তাঃ হুম, বাচ্চার অসুখ হলে আপনি যান, আপনার সাথে কি তখন কেউ যায়?

উত্তরদাতাঃ যায়, আব্বু যায়।

প্রশ্নকর্তাঃ কেন আপনার আব্বু যায়?

উত্তরদাতাঃ আব্বু যায় কারণ সে তো ওরে বেশি আদর করে। বাচ্চার বাবা বিদেশ থাকে তাই নানার ভক্ত বেশি।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনারা যে এই ডাক্তারের কাছে যাবেন, এখান থেকে ওষুধ আনবেন, কেন মনে হয়, এখান থেকে আনবেন?

উত্তরদাতাঃ ভাল দ্যাখখাই।

প্রশ্নকর্তাঃ হুম হুম

উত্তরদাতাঃ ওষুধ আনি ভাল তাই।

প্রশ্নকর্তাঃ এখান থেকে ওষুধ আনলে কি আপনারা ভাল হয়ে যান?

উত্তরদাতাঃ হ, ভাল হয়ে যায়।

প্রশ্নকর্তাঃ বলেন, একটু ঘটনা গুলো খুলে বলেন?

উত্তরদাতাঃ ওষুধ ভাল দেইখায় তার কাছ থেকে আনি, ওখান থেকে ওষুধ খাওয়াইলে অসুখ সাড়ে।

প্রশ্নকর্তাঃ ওষুধ ভাল না ডাক্তার ভাল? কোনটার কথা বলতেছেন?

উত্তরদাতাঃ ডাক্তার ভাল তাই তার কাছে যায়।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনার বাবু যখন অসুস্থ হয় তখন আপনার মাথায় প্রথম কোনটা আসে, কার কাছে যাবেন?

উত্তরদাতাঃ ডাক্তারের কাছে যাব, যখন অসুস্থ হয়।

প্রশ্নকর্তাঃ কোথায়, এই ডাক্তার তা কোথায় বসে?

উত্তরদাতাঃ অংশগ্রহণকারীর নিজ গ্রাম ক্লিনিকের ডাক্তার।

প্রশ্নকর্তাঃ এটা কি পাশ করা ডাক্তার? এম বি বিএস ডাক্তার?

উত্তরদাতাঃ এম বি বি এস ডাক্তারই

প্রশ্নকর্তাঃ এম বি বি এস ডাক্তার, তো এর কাছে কেন যান?

উত্তরদাতাঃ ডাক্তার ভাল তাই,

প্রশ্নকর্তাঃ আর কি কোথাও যান?

উত্তরদাতাঃ না আর কোথাও যায় না।

প্রশ্নকর্তাঃ এটা তো গেলে চিকিৎসকের কথা, ঘরে যদি কোন ওষুধ লাগে তখন কোথায় যান?

উত্তরদাতাঃ এমনিতে সবসময় কিছু ওষুধ ঘরে থাকে, আর নিজ গ্রামে যায়। বাড়ির সাথেই ডাক্তার।

প্রশ্নকর্তাঃ কি ডাক্তার এইটা?

উত্তরদাতাঃ ডা:১০। এই ধরনের ফার্মাসি দোকান দিয়া লইছে, তার কাছ থেকে ওষুধ নিয়া আসি।

প্রশ্নকর্তাঃ তাকে কি বলেন?

উত্তরদাতাঃ তাকে ভাই বলি।

প্রশ্নকর্তাঃ ভাই তো বলেন, ধরেন আপনার ঘরের কেউ অসুস্থ তখন আপনারা কোথায় যান, কার কাছে যান, গিয়ে তাকে কি বলেন?

উত্তরদাতাঃ বাড়ির কাছে ডাক্তার আছে, তার কাছে যায়।

প্রশ্নকর্তাঃ কোথায় সেটা? কি ডাক্তার?

উত্তরদাতাঃ ডা:১০, এমনি মনে করেন ফার্মাসির দোকান দিয়া লইছে।

প্রশ্নকর্তাঃ তাহলে বাড়ির কাছের ডাক্তার, প্রথম তার কাছে যান, তারপর কি হয়?

উত্তরদাতাঃ তার কাছ থেকে ওষুধ নিয়া আসি, তাকে পাওয়া যায় সব সময়, তাকে ডাক দিলে পাওয়া যায়। এমনিতে ওষুধ দরকার হলে তার কাছ থেকে আনি।

.....১৫.১০ মিনিট.....

প্রশ্নকর্তাঃ এই সিধান্তটা কে নেয় যে তার কাছে যেতে হবে? তার কাছ থেকে ওষুধ আনতে হবে এই সিধান্তটা কে নেয়?

উত্তরদাতাঃ আম্মু বলে দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ আম্মু কি বলে?

উত্তরদাতাঃ তার কাছ থেকে ওষুধ আনতে হবে।

প্রশ্নকর্তাঃ আমি জানার চেষ্টা করছি আপনাদের যখন কোন ওষুধ লাগে তখন আপনারা ওষুধের জন্যে প্রথম কোথায় যান?

উত্তরদাতাঃ বাড়ির সামনে ডাক্তার আছে তার কাছেই যায়।

প্রশ্নকর্তাঃ বাড়ীতে যদি হঠাৎ কোন একটা ঘটনা ঘটে তখন কি হয়? আপনারা কি করেন? একটু বলেন তো?

উত্তরদাতাঃ একটু মাথা ব্যাথা, ট্যাথা করলে তার কাছ থেকে ওষুধ আনি, জ্বর হলে তার কাছ থেকে নাপা আনি। এইটুকু ওষুধ খাই।

প্রশ্নকর্তাঃ এই ডাক্তার ছাড়া আর কেউ কি আছে? না শুধু ওই আছে?

উত্তরদাতাঃ না,তার কাছ থেকে। আর কেউ নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনারা আর কারো কাছে যান না? কেন ওর কাছে যান?

উত্তরদাতাঃ ভাল ডাক্তার তাই যাই।

প্রশ্নকর্তাঃ এখানে যে যান খরচ কেমন পড়ে?

উত্তরদাতাঃ খরচ লাগে না (হাসি)। তার কাছে গেলে খরচ লাগে না। মনে করেন ওষুধের দামটাই খালি লাগে। বাড়ির বগলেই তো।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আপা, এই যে ডা:১০ কাছে গিয়েছেন, তার যোগ্যতা কি? হের কোন ডিগ্রি আছে?

উত্তরদাতাঃ জানা নাই, ওষুধ ওখানে পাওয়া যায় তাই যাই। ওষুধ তার কাছে পাওয়া যায়, তার ফার্মাসি দোকান। কোন পাশ পুশ হয় নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ কোন পাশ পুশ নাই?

উত্তরদাতাঃ না। আমরা চাই এই নাপা দেন, এন্টাসিড দেন। সব ওষুধ আনি না। আমরা যেটা জানি, যেটা খেলে রোগ সারব সেইটা আনি। নাপা মনে করেন মাথা ব্যাথার ওষুধ আর গ্যাস্টিকের ওষুধ মনে করেন সেটা আমাদের জানাই।

প্রশ্নকর্তাঃ যেগুলো জানেন সেগুলোর জন্যে তার কাছে যান, আর যেগুলো জানেন না তার জন্যে কোথায় যান?

উত্তরদাতাঃ নিজ গ্রামে যায়, ক্লিনিকে যায়। ক্লিনিক থেকে আনি ক্লিনিকে না থাকলে নিজ শহর থেকে আনি।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনাদের ঘরের সর্বশেষ কাকে সেখানে নিয়ে গিয়েছেন?

উত্তরদাতাঃ আম্মুর কিছু দিন আগেই তো অপারেশন করে আনল।

প্রশ্নকর্তাঃ কি হয়েছিল?

উত্তরদাতাঃ টিউমার হয়েছিল, তলপেটে টিউমার হয়েছিল। তখন অপারেশন করিয়ে এনেছে।

প্রশ্নকর্তাঃ কোথায় করিয়েছিল?

উত্তরদাতাঃ নিজ শহর। আল মদিনাতে হয়েছে। পেটে খালি ব্যাথা করেছে তখন আল্টা করে ধরা পড়েছে। তারপরে কিছু দিন পরে অপারেশন করা হয়েছিল।

প্রশ্নকর্তাঃ কোন মাধ্যমে গিয়েছেন? কোন ডাক্তার আপনাদের পাঠিয়েছে?

উত্তরদাতাঃ নিজ শহর কোন ডাক্তারেই পাঠায় নাই, মনে করেন সেখানে গিয়ে পরীক্ষা করাইছি ধরা পরেছে,

প্রশ্নকর্তাঃ এই যে ডা:১০ মত ডাক্তারের কাছে আপনারা কি কি ধরণের ওষুধ গুলো পান?

উত্তরদাতাঃ ঐযে নাপা, গ্যাস্টিকের, মাথা ব্যাথার, বমির ওষুধ ওই গুলো মনে করেন আনি। কৃমির ওষুধ আনি।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনি কি কখনও এন্টিবায়োটিকের কথা শুনেছেন? এন্টিবায়োটিক কি বলেন তো?

উত্তরদাতাঃ না,

প্রশ্নকর্তাঃ এন্টিবায়োটিক কি জানেন না?

উত্তরদাতাঃ না

প্রশ্নকর্তাঃ এন্টিবায়োটিক কি আপনার বাচ্চাকে কখনও খাওয়াইছেন?

উত্তরদাতাঃ না,

প্রশ্নকর্তাঃ আপনার আম্মারে তো আপনি খাওয়াইছেন,

উত্তরদাতাঃ ব্যাথার লাইগা খাইছে,

প্রশ্নকর্তাঃ এন্টিবায়োটিক কি হয়, কিসের?

.....২০.০২ মিনিট.....

উত্তরদাতাঃ ঘা শুকানোর জন্যে, ঘা শুকায় সে জন্যে খাওয়াইছি।

প্রশ্নকর্তাঃ এন্টিবায়োটিকের কাজ টা কি? আর কি কাজ করে?

উত্তরদাতাঃ না

প্রশ্নকর্তাঃ এন্টিবায়োটিক চিনেন আপনি? ক্যাপসুলগুলো বা ট্যাবলেট গুলো কেমন আপনি জানেন? কখনও দেখেছেন?

উত্তরদাতাঃ না,

প্রশ্নকর্তাঃ কি কি কাজ করে? এন্টিবায়োটিক কি কি কাজ করে একটু বলেন তো? (পাশের কাউকে নির্দেশ করে) আপনি কেন এন্টিবায়োটিক খেয়েছেন?

উত্তরদাতাঃ অপারেশন হয়েছি তো, ব্যাথা কমবে, আর কি কাজ করে সেটা তো আমি বলতে পারব না।

প্রশ্নকর্তাঃ এন্টিবায়োটিক কি কাজ করে?

উত্তরদাতাঃ শরীরের ভিতর এখন কি কাজ করে..... আমি যে টুকু জানি সেটা তো বললাম। ঘা শুকায়, ব্যাথা কমে।

প্রশ্নকর্তাঃ আইচ্চা, এন্টিবায়োটিক খায় কেন? মানুষ কেন এন্টিবায়োটিক খায় আপনার কাছে কি মনে হয়?

উত্তরদাতাঃ ভাল হয় তাই খায়। এন্টিবায়োটিক এখন চলবানছে বেশি। এইটা খেলে ভাল হয় তাই খায়।

প্রশ্নকর্তাঃ কোন ধরণের রোগের জন্যে আমরা এন্টিবায়োটিক খায়? (কাউ কে পাশে এসে বসার অনুরধ করছে)

উত্তরদাতাঃ ডাক্তাররা লিখে তাই এন্টিবায়োটিক খায়, আমার অপারেশন হয়েছে, মনে করেন আমার ঘা শুকাইব তাই খেয়েছি। ব্যাথা কমবে। ডাক্তাররা লিখে তারাই ভাল জানে।

প্রশ্নকর্তাঃ এই ওষুধগুলো কোথায় থেকে এনেছে?

উত্তরদাতাঃ এইটা আনছি পাশের এক ইউনিয়নের বাজার থেকে, এইখানে নিজ বাজারে পাওয়া যায় নাই ।নিজ শহর থেকে আনছি আবার পাশের এক ইউনিয়নের বাজার থেকে আনছি।

প্রশ্নকর্তাঃ কয়টা করে খেয়েছে? কত টাকা লেগেছিল?

উত্তরদাতাঃ দাম আছে, আব্বায় এনেছে,

প্রশ্নকর্তাঃ আপনি কয়টা করে খেয়েছে?

উত্তরদাতাঃ দিনে?

প্রশ্নকর্তাঃ হুম, দিনে?

উত্তরদাতাঃ দিনে দুইটা করে খাইছে। সকাল বিকাল ।

প্রশ্নকর্তাঃ কয় দিন খাইছে?

উত্তরদাতাঃ মেলা খাইছে, মনে করেন ঘা শুধু জ্বালা পোড়া করেছে তখন শুধু খেয়েছে, খাওয়ার পরে ব্যাথা কিছুটা কমেছে। আবার খাইয়েছে। মাস দুইয়েক খাইছে।

প্রশ্নকর্তাঃ দুই মাস?

উত্তরদাতাঃ হ

প্রশ্নকর্তাঃ এই ওষুধ গুলো খেলে কি উনার ব্যাথা ভাল হয়ে যায়? হয়েছিল?

উত্তরদাতাঃ জ্বালা পোড়া যখন করেছে তখন খেয়েছে, জ্বালা পোড়া একটু কমেছে তখন মনে হয়েছে ভাল হয়েছে। এখন তো আবার অসুস্থ হয়ে গেছে তাহলে কি এন্টিবায়োটিক বেশি খেয়েছে এই জন্যে হয়েছে কিনা কে জানে।

প্রশ্নকর্তাঃ এখন কি হয়েছে?

উত্তরদাতাঃ শরীর খালি ঘামে, প্রেশার কমে মরে যেতে লাগছিল। স্যালাইন ত্যালাইন খাওয়াই, প্রেশারের ওষুধ খাওয়াইয়া ঠিক হয়েছে, ক্লিনিকে নিয়া যাইতে হয়েছিল।

প্রশ্নকর্তাঃ নিজ শহরে কি হয়েছিল?

উত্তরদাতাঃ নিজ শহরে অপারেশন হওয়ার ৭ দিন পর ১৫ দিনের ওষুধ নিয়া আসছিল, ওটা খাওয়ার পর আবার এক মাসের ওষুধ,পরে আবার ওই ডাক্তারের কাছে গেলাম ওই ওষুধ চেঞ্জ করে দিয়েছে, বলছে ওষুধ আর খাওয়া যাবে না বেশি খেয়ে ফেলেছি নাকি। বলছে আর খেয়েন না। তারপর অন্য ওষুধ খেয়েছে।

প্রশ্নকর্তাঃ এখন কোন ওষুধ খাই?

উত্তরদাতাঃ খায়,ব্যথার ওষুধ খায়। ক্যালসিয়াম খায়। গ্যাস্টিক আবার আলসার, খালি বুকে জ্বালা।

প্রশ্নকর্তাঃ এটার জন্যে কি ওষুধ খান আপনি?

উত্তরদাতাঃ সারজেল, এন্টাসিড খায়, বোতল আছে ওইটা আবার ট্যাবলেট খায় চুইশা

.....২৫.১৫ মিনিট.....

প্রশ্নকর্তাঃ কোন ওষুধের যদি দরকার হয় তখন আপনারা কোথায় যান?

উত্তরদাতাঃ ওষুধের দরকার হলে নিজ বাজারে যায়। নিজ শহর গেলে ওষুধের প্রেসক্রিপশন করে দেয় ওইটা দেখাইয়া আনি। ওখানে না ফেলে পাশের এক ইউনিয়নে বাজারে যায়। আব্বু যায়। প্রথম আমরা দুই চারটা লাগলে ডা:১০ ঘর আছে আমাদের সাথে আমরা গিয়া বলি আমাদের দেও নিয়া আসি। আমরা চাই সে তো নিজের থেকে কিছু দিতে পারে না। আমরা যদি বলি নাপার দরকার নাপা দাও সে দেই, সারজেলের দরকার হলে সারজেল দেয়, অমিলকের দরকার হলে অমিলক দেয়, তারপর ব্যাথার ট্যাবলেট, কৃমির ট্যাবলেট যে যেটা চায় সেইটা দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ উনার কাছে কি কোন এন্টিবায়োটিক চান?

উত্তরদাতাঃ না, উনার কাছে এন্টিবায়োটিক চাই না। এন্টিবায়োটিকের দরকার পড়ে না।

প্রশ্নকর্তাঃ এন্টিবায়োটিক কিসের জন্যে দরকার হয়।

উত্তরদাতাঃ আমি এখন কোন এন্টিবায়োটিক খাই না, ওই যে আম্মা যখন অপারেশন হয়েছিল তখন এন্টিবায়োটিক খেয়েছে।

প্রশ্নকর্তাঃ এই যে ছোট বাচ্চা ওর জ্বর হলে বা অসুস্থ হলে দেখাশুনা কে করে?

উত্তরদাতাঃ আমি করি। ওর আব্বু বলে ওর জন্যে ওষুধ আনতে হবে, ডাক্তারের কাছে নেওন লাগবে। সিয়ামের আব্বু টাকা দিয়ে যাবে তখন আমি বা ওর নানা বা নানি যে কেউ গিয়ে নিয়ে আসবে। ছোট খাট হলে ডা:১০ কাছ থেকে আনি বড় হলে নিজ গ্রামের বাজারে যায়।

প্রশ্নকর্তাঃ ছোটখাট কোনটা বড় কোনটা?

উত্তরদাতাঃ বড় মনে করেন..... একটু ঠান্ডা লাগল সেইটা ডা:১০ কাছে পাব, কৃমির ওষুধ ডা:১০ কাছে পাব আবার কিছু দিন আগে মনে করেন ও খালি বমি করছিল তখন নিজ শহরে নিয়া গেছি, ওষুধ লিখে দিয়েছে সেইটা নিজ গ্রামের থেকে এনেছি। বাঁশতৈল ক্লিনিকে ও গিয়েছি। এখন আল্লাহর রহমতে ওই রকম কোন অসুখ হয় না এখন একটু ঠান্ডা লাগে। ভাত খাওয়ার রুচি নাই তাই ভিটামিন খাওয়ান লাগে,

প্রশ্নকর্তাঃ এখন কি ঠান্ডা আছে ওর?

উত্তরদাতাঃ না, এখন ঠান্ডা নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ ঠান্ডার জন্যে কি ওষুধ খাওয়াইছেন?

উত্তরদাতাঃ আস্ট দিন আগে

প্রশ্নকর্তাঃ কবে?

উত্তরদাতাঃ আস্ট দিন আগে ঠান্ডার জন্যে ওষুধ এনে খাওয়াইছি।

প্রশ্নকর্তাঃ কি ওষুধ খাওয়াইছেন?

উত্তরদাতাঃ কি জানি ওষুধ সেইটা লিখা আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনি একটা কথা বলতেছিলেন যে আপনাদের ছোট খাট ওষুধের দরকার হলে আপনারা ডা:১০ কাছে গিয়ে বলেন এইটা দাও যেমন নাপা নিয়ে আসেন তো এইটা কোথায় থেকে জানলেন? আপনারা কিভাবে গিয়ে বলেন?

উত্তরদাতাঃ ওইটা আমরা বিভিন্ন সময় ডাক্তারের কাছে যায় যে ওই যে রোগের জন্যে লিখে সেইটা আবার দেখা দিলে সেইটার ওষুধ ডা:১০ কাছ থেক নিয়া আসি। আমরা নিজ শহর বা ঢাকা যেখানে গিয়েছি দেখেছি যে ওই সারজেল ই লিখেছে গ্যাস্টিকের জন্যে, এখন আপনি ডাক্তার হলে আপনার কাছে সারজেল চাইলে আপনি দিবেন না? (হাসি) । তার কাছে না থাকলে সে এনে রাখে।

.....৩০.১১ মিনিট.....

প্রশ্নকর্তাঃ এন্টিবায়োটিক এইগুলো কোথায় থেকে কিনেন?

উত্তরদাতাঃ নিজ শহরে গেলে ওখানকার ডাক্তাররা লিখে ঢাকা গেলে ঢাকার ডাক্তাররা লিখে তখন ওইটা নিজ বাজার থেকে ওইটা দেখাইয়া নিয়া আসি। নিজ বাজারে পাওয়া যায়, পাশের এক ইউনিয়নের বাজারে পাওয়া যায়। আবার নিজ শহরে গেলে ওখান থেকেও নিয়া আসি।

প্রশ্নকর্তাঃ এন্টিবায়োটিক কেনার সময় কি কোন প্রেসক্রিপশন লাগে?

উত্তরদাতাঃ এন্টিবায়োটিক যদি চাইতে পারি তাহলে তো দেই, প্রেসক্রিপশন ছাড়া যদি এন্টিবায়োটিক চাই তাহলে তো দেয়, আর যদি প্রেসক্রিপশন লাগে তাহলে নিয়া যায়।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনারা কি করেন একটু বলেন তো? এন্টিবায়োটিক যখন কিনতে যান তখন কি প্রেসক্রিপশন নিয়া যান?

উত্তরদাতাঃ প্রেসক্রিপশন নিয়া যায় না হলে ওষুধের একটা খ্যাপ নিয়া গেলেও হয়, না হলে মুখেও বলি, মুখে বললেও দেয় ডাক্তাররা।

প্রশ্নকর্তাঃ মুখে বললে দিয়ে দেয় তারা?

উত্তরদাতাঃ দিয়া দেয়। মুখে যদি কইয়ার পারে তাহলে দিব না ডাক্তাররা? (হাসি)

প্রশ্নকর্তাঃ এই রকম কোন এন্টিবায়োটিক আছে, যেটা আপনি বেশি পছন্দ করেন? যেটা খেলে আপনার ভাল লাগে, কোনটার প্রতি আপনি বেশি জোর দেন এই রকম কোন টা আছে?

উত্তরদাতাঃ না, এই রকম কোনটার প্রতি নেই,

প্রশ্নকর্তাঃ বাচ্চার জন্যে কোন এন্টিবায়োটিক লাগছে? সিয়ামের জন্যে?

উত্তরদাতাঃ না ওর জন্যে তো কোন এন্টিবায়োটিক লাগে নাই তো।

প্রশ্নকর্তাঃ ওই যে ঠান্ডা লাগছিল যে?

উত্তরদাতাঃ ও...হ্যা, হ্যাঁ । সিরাপ দিয়েছিল ওইটা এন্টিবায়োটিক

প্রশ্নকর্তাঃ ওইটা কয় দিন খাওয়াইছে, কি অবস্থা?

উত্তরদাতাঃ দুই দিন খাওয়াইছে, সাত দিনের ওষুধ দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ (ছেলের নাম) কয় দিন খাওয়াইছেন?

উত্তরদাতাঃ ওরে ওষুধ দিলে সাইরা যায়।

প্রশ্নকর্তাঃ কে আনছে ওষুধ?

উত্তরদাতাঃ ওর নানা ভাই আনছে।

প্রশ্নকর্তাঃ কিভাবে আনছে? কি হয়েছিল একটু বলেন তো?

উত্তরদাতাঃ ওরে সাথে নিয়া ডাক্তারের কাছে গিয়েছে। ডাক্তারের কাছে গিয়ে বলেছে রাতে খুস খুস কাশ পড়ে, নাক দিয়া পানি পড়ে না, তখন ডাক্তার বলছে যে এই সিরাপটা নিয়া যান আর জানি কি একটা ওষুধ দিয়েছে। (পাশ থেকে পুরুষ মানুষ বলছে)

প্রশ্নকর্তাঃ ওষুধের বোতল টা কি নিয়া আসব? আপনি দেখবেন?

উত্তরদাতাঃ আপনি একটু বসেন, ওষুধ টা পরে দেখব। ওষুধের একটা ছবি নিব আমরা।

প্রশ্নকর্তাঃ এমনিতে কোন একটা এন্টিবায়োটিক খেলে আপনার ভাল লাগে এই রকম কোন বিশেষ পছন্দ আছে?

উত্তরদাতাঃ নাম বলতে পারব না, কোন কোম্পানি এইটা বলতে পারব কিন্তু ওষুধের নাম বলতে পারব না। মেলা কোম্পানি আছে,

.....৩৫.২০মিনিট.....

প্রশ্নকর্তাঃ সর্বশেষ কে এন্টিবায়োটিক খেয়েছে এবং কবে সেটা?

উত্তরদাতাঃ সর্বশেষ তিন মাস আগে আমার মা এন্টিবায়োটিক খেয়েছে।

প্রশ্নকর্তাঃ কতগুলো খেয়েছিল

উত্তরদাতাঃ মেলা গুলো । অনেক খেয়েছে। দুই তিন মাস খেয়েছে। আমাদের অনেক ওষুধ লাগে ওই যে কইলাম ইনকাম কত, লাখ টাকা। মনে করেন খালি চলিণ্ঢশ হাজার ওষুধেই চলে যায় গা মাসে।

প্রশ্নকর্তাঃ ওষুধে যায়?

উত্তরদাতাঃ না, ওষুধ না তো সব কিছু মিলেই যায় গা, খরচ.....। মাছ, মাংস, দুধ সব কিছুই তো কিনা লাগে। এক লাখ ইনকাম হলে চলিণ্ঢশ হাজার যায় গা

প্রশ্নকর্তাঃ বাচ্চার জন্যে যে ওষুধ কিনেছে তখন কয় দিন খাওয়াইছেন?

উত্তরদাতাঃ ছয় সাত দিন খাওয়াইছি।

প্রশ্নকর্তাঃ কয় দিন আগের ঘটনা?

উত্তরদাতাঃ আট দশ দিন আগের।

প্রশ্নকর্তাঃ কত টাকা লাগছিল?

উত্তরদাতাঃ এক দেড়শ টাকা লাগছিল।

প্রশ্নকর্তাঃ কত?

উত্তরদাতাঃ দেড়শ দেড়শ।

প্রশ্নকর্তাঃ এর জন্যে কি কোন প্রেসক্রিপশন লেগেছিল?

উত্তরদাতাঃ না, এমনিই ডাক্তারের কাছে গিয়েছি ওরাই দিয়েছে।

প্রশ্নকর্তাঃ এন্টিবায়োটিক ওষুধ গুলোর দাম কেমন?

উত্তরদাতাঃ দাম তো রাখেই, দাম আছেই। মেয়ের জন্যে এন্টিবায়োটিক এনেছিল, পায়ের এখানে খাওজাইছে, তই এন্টিবায়োটিক এনে দুইটা খাইছে ভাল হয়ে গেছে বাকি গুলো ফেরত দিছে। টেবিলের সাথে লেগে পায়ের ওখানে রক্ত এসে লাল হয়ে গেছে, পরে বাঁশতৈল বাজারে ওখানে ক্লিনিকে না ফার্মাসি দোকানে ডাক্তার বসে হে এন্টিবায়োটিক দিয়া দিছে মেলা টি দিয়েছিল। পরে দুইটা তিনটা খাওয়ার পড়ে সেরে গেছে, তখন ওর আব্বু আবার ওইগুলো ঘুরাইয়া দিছে।

প্রশ্নকর্তাঃ ওষুধ ঘুরাইয়া দিছে? কেন?

উত্তরদাতাঃ এত টি খাওন লাগবে না আর তাই। ওই যে সাইরা গেল গা,

প্রশ্নকর্তাঃ কয় দিনের জন্যে দিয়েছিল? কয়টা খাইছে আর সাইরা গেছে?

উত্তরদাতাঃ তিন চারটা খাইছে আর সাইরা গেছে,

প্রশ্নকর্তাঃ ফেরত দেওয়ার পর কি তারা টাকা ফেরত দিছে?

উত্তরদাতাঃ টাকা মনে হয় ফেরত দিছে এখন পর্যন্ত আনেও নাই। আনুম নি আনব নি আবার দরকার হলে আরেক ওষুধ নিয়া আসবে।

প্রশ্নকর্তাঃ এটা কেন করছেন? কেন ফেরত দিলেন? এইটা পুরা টা খাওয়া দরকার মনে করেন না?

উত্তরদাতাঃ একটুক অসুখ মনে করেন দুইটা খাওয়ার পর সাইরা গেছে, ওষুধ মনে করেন বেশি খাওয়া ভাল না, রোগ সারার পরে ওইটা বেশি হলে ফেরত দেওয়াই লাগবে, না হলে তো ডেট ওভার হয়ে বাড়ীতে নষ্ট হয়ে যাবে,

প্রশ্নকর্তাঃ এই যে এন্টিবায়োটিক খাইছেন, এই ওষুধ গুলো খেয়ে আপনাদের কাছে কেমন লাগছে?

উত্তরদাতাঃ মনে হয় ভাল হয়, এখন ওষুধ কাজ করবার চায় না বেশি, আসলে ওষুধ বাংলাদেশে এখন আর কোন মানুষেরে কাজ করে না। বুঝছেন, অসুখ বেড়ে গেছে, মানুষের ঘরে ঘরে খালি অসুখ, ওষুধ এখন আর কাজ করে না। খায় একটু দমন ধইরা থাকে, পরে আবার হেই হয়ে যায়।

প্রশ্নকর্তাঃ কারণ কি? কেন মনে হয় ওষুধ আর কাজ করে না?

উত্তরদাতাঃ এখন কেন জানি সেটা তো বলতে পারব না। খাদ্যের মধ্যে ভেজাল নাকি ওষুধের মধ্যে ভেজাল, কেমনে কমু, নাকি যারা বানাই তাদের মধ্যে ভেজাল, যারা তৈরি করে তারাই ভাল বলতে পারবে। যারা এইটার পরীক্ষা নিরীক্ষা করতাছে তারা বলতে পারবে। এত অসুখ দেখেন আপনারা যখন ছোট আছিলেন তখন কি এত অসুখ ছিল? এখন দিনের পর দিন, প্রতিটা ব্যাক্তিই অসুস্থ, ওষুধ ছাড়া কি মানুষের এখন আর কিছু আছে, ওষুধের উপর মানুষের জীবন টা বাচতেছে, ওই ওষুধ খেলে একটু ভাল লাগে তার পরে আবার সেই একই অবস্থা, ওষুধের একশন গেলে আবার শেষ, ওষুধ ই যে এক বাড়ে সেরে যাই তাই তো না, আমি যে

গ্যাস্টিকের সারজেল খাইতেছি ওইটা তো আমার একবারে সাড়ে না, সকাল বিকাল দুইটা করে ট্যাবলেট খাইতাছি, আশি টাকা না পঁচাত্তর টাকা পাতা হয়েছে, এত দিন সত্তর টাকা ছিল, এখন বেড়েছে, আমি তো খেয়ে যাচ্ছি, ভাল তো আর হয় না, ওষুধ তো ডেইলি আনতেছি, খাইতেছি, তাহলে এখন আর কি বুঝব, যারা বানাইতেছে, ডাক্তার যারা আছে পরীক্ষা করে দেখতেছে এইটা এখনও বাড়তেছে, তারাই বুঝবে ভাল না খারাপ হইতেছে।

.....৪১.০৬মিনিট.....

প্রশ্নকর্তাঃ আপনার কাছে কি মনে হয়, ওষুধ খাচ্ছেন, রোগ ভাল হচ্ছে না, কেন এইটা হচ্ছে?

উত্তরদাতাঃ মনে হয় ভাল না খারাপ এইটা মনে হয়। ওষুধ মনে হয় ভাল করে বানাই না, কি বলব?

প্রশ্নকর্তাঃ এই যে আপনারা এন্টিবায়োটিক কিনেন, আপনার নাতির জন্যে যে কিনেছেন সেইটা কি পুরা টা খাওয়াইছেন? ডাক্তার কয় দিন খাওয়াইতে বলছে কিছু বলেছে?

উত্তরদাতাঃ যে কয় দিন খাওয়াইতে বলছে, সাত কয়, পাঁচ দিন কয় কোর্স শেষ করে খাওয়াইছি।

প্রশ্নকর্তাঃ এই রকম কি কোন ওষুধ ঘরে রেখে দেন ভবিষ্যতে কেউকে খাওয়াবেন এর জন্যে? জ্বর হবে এই মনে করে এন্টিবায়োটিক ঘরে কি রেখে দেন?

উত্তরদাতাঃ নাপা ট্যাপা আনি, ওই নাপা এক্সট্রা এনে রাখি, ওই গুলো খাওয়ালে যায় গা, এন্টিবায়োটিক যদি বেশি জ্বর আসে তাহলে মনে করেন খাওয়ান লাগে, অনেক দিন যদি জ্বর থাকে

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা কি ডাক্তার দেখাইয়া আনেন নাকি নিজেরা নিজেরা আনেন?

উত্তরদাতাঃ না, নিজেরা না, ওই যে ভাল ডাক্তার দেখাইয়া আনি, ক্লিনিকের ডাক্তার। ডাক্তার লেইখা দিলে তারপর আনি।

প্রশ্নকর্তাঃ মনে করেন এখন জ্বর হয়েছে ওষুধ এনেছেন কিছু ওষুধ রয়ে গেছে পড়ে জ্বর আসলে খাওয়াবেন এই মনে করে কি কিছু রেখে দেন?

উত্তরদাতাঃ হ,

প্রশ্নকর্তাঃ মনে করেন এখন দুইটা খেয়ে ভাল হয়ে গেছেন পরে হলে আবার খাওয়াবেন এই রকম কিছু কি হয়েছে?

উত্তরদাতাঃ মনে করেন থাকলে অসুখ হলে আবার খাওয়ান যায়, মেয়াদ থাকা পর্যন্ত রাখা যায়, এখন আমার জন্যে আনল, আমি খাওয়ার পর যদি রয়ে যায় আরেক জনের হইলে...

প্রশ্নকর্তাঃ কেন? রইবে কেন?

উত্তরদাতাঃ যেটি লিখব সেই কোর্স শেষ দেওন লাগব? ওষুধ আনলে তো খাইয়া ফেলি, আবার দুই একটা যদি থেকে যায় তাহলে অন্য কারো জ্বর হইলে তাকে খাওয়াইয়া দেই।

প্রশ্নকর্তাঃ এন্টিবায়োটিকের কথা যদি আমরা বলি,

উত্তরদাতাঃ যার জন্যে আনি তাকে খাওয়াইয়া শেষ দিইয়া দেই, বাকি থাকলে ফেলে দেই।

প্রশ্নকর্তাঃ আবার হলে?

উত্তরদাতাঃ আবার আনব।

প্রশ্নকর্তাঃ ঘরে কোন ওষুধ রেখে দেন কিনা?

উত্তরদাতাঃ না না, ঘরে রেখে দেই না। ওইটা নষ্ট হয়ে যাবে ওইটা পরে কেন খাওয়াব। ওইটা নষ্ট হয়ে যাবে ওইটার বোতল ফেলে দিমু।

প্রশ্নকর্তাঃ এন্টিবায়োটিকের মেয়াদ উর্ত্তীনের কথা কি আপনি জানেন?

উত্তরদাতাঃ না।

প্রশ্নকর্তাঃ মেয়াদের কথা জানেন? তারিখ, ডেট?

উত্তরদাতাঃ ও হ্যাঁ,ডেট পার হয়ে গেলে খাওন যাবে না। তখন ফালাইয়া দিতে হবে।

প্রশ্নকর্তাঃ খাইলে কি হবে আর না খাইলে কি হবে?

উত্তরদাতাঃ খাইলে অসুবিধা হবে, ডেট ওভার হয়ে গেলে ওইটা খেলে তো অন্য অসুখ হবে আবার। ভাল না সেটা খাওয়ামু কেন?

প্রশ্নকর্তাঃ এন্টিবায়োটিক কি কখনও মানুষের ক্ষতি করতে পারে ?

উত্তরদাতাঃ কে জানে, আমি কি ভাবে বলব?

প্রশ্নকর্তাঃ আপনি জানেন না, আপনাদের তো গরু আছে ওই গুলোর জন্যে কোন ওষুধ লাগলে ওই সিধান্তটা কে নেয়?

উত্তরদাতাঃ পশু ডাক্তার আছে, ডাক্তারের কাছে ওষুধ চায়, বাড়ীতে আনে, আইবার কইলে তারা এসে চিকিৎসা করে যায়,

প্রশ্নকর্তাঃ ওষুধ লাগবে এই সিধান্তটা কে নেয়?

উত্তরদাতাঃ ওষুধ লাগবে মনে করেন আমরাই নেই, গরুর কিছু হইলে ডাক্তারের কাছে ফোন করি বাড়ীতে আসার জন্যে বলি, সে এসে ওষুধ দিয়া যায়, তার কাছে না থাকলে সে আবার বাজার থেকে আমরা নিয়া আসি।

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা কি ধরনের ওষুধ গুলো খাওয়ান?

.....৪৫.১১মিনিট.....

উত্তরদাতাঃ পানিতে গুইলা খাওয়াই, ট্যাবলেট খাওয়ায়, জ্বর আসে।

প্রশ্নকর্তাঃ কিভাবে বুঝেন যে তার ওষুধ লাগবে বা সে অসুস্থ?

উত্তরদাতাঃ গরু তখন ঝিম ধরে খারাইয়া থাকে কিছু খায় না, আবার চির টির দেয়, খায় না মুখের রুচি থাকে না, জ্বর দেখি শরীরে হাত দিয়া দেখি, এইভাবে বুঝি।

প্রশ্নকর্তাঃ তখন কি করেন আপনি?

উত্তরদাতাঃ তখন ডাক্তার আনতে হয়।

প্রশ্নকর্তাঃ কি ডাক্তার?

উত্তরদাতাঃ পশু ডাক্তার, আমাদের কাছে ফোন নাম্বার আছে আমরা ফোন করি, সে আসে। এসে চিকিৎসা করে।

প্রশ্নকর্তাঃ এই গরুর জন্যে কি আপনারা কখনও কোন এন্টিবায়োটিক দিয়েছেন?

উত্তরদাতাঃ গরুকে এন্টিবায়োটিক দেয় কিনা সেইটা তো আমি বুঝি না। এখন ডাক্তার রা দেয় খাওয়াই,

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা আমরা উনার কাছ থেকে শুনব (পুরুষ কাউকে জিজ্ঞাসা করছে), গরুকে কি ধরণের এন্টিবায়োটিক দেন?

উত্তরদাতাঃ গরুর ট্যাবলেট জাতীয় একটা ওষুধ আছে,এন্টিবায়োটিক, ওইটা জ্বর আসলে দুইটা তিনটা ট্যাবলেট দেয় খাওয়াইলে যায় গা, ডাক্তার বলে এন্টিবায়োটিক খাওয়ান জ্বর যাইব গা,

প্রশ্নকর্তাঃ কয়টা দিয়েছে, কয়টা খাওয়াইছেন?

উত্তরদাতাঃ আমি তো মনে করেন গরু আনি আবার বিক্রি করে ফেলি, অসুখ কম ই হয় আমার বাড়ীতে, মাসে একবার দুইবার হইলে হইতে পারে আবার নাও হইতে পারে। হইলে তো খাওয়াইয়া দেই,

প্রশ্নকর্তাঃ হইলে কার কাছে যান?

উত্তরদাতাঃ ডাক্তার আছে দুই তিন জন। ডা:১০, তারপর নিজ গ্রাম থেকে আসে,

প্রশ্নকর্তাঃ গরুর যে ওষুধ লাগবে এই সিধান্তটা কে নেয়?

উত্তরদাতাঃ গরুর সিধান্তটা আমিই নেই।

প্রশ্নকর্তাঃ লাস্ট কবে খাওয়াইছেন?

উত্তরদাতাঃ তাও অনেক দিন হয়। এক বছর দুই বছর আমার গরুর অসুখ হয় নাই,

প্রশ্নকর্তাঃ কোন এন্টিবায়োটিক এক দুই বছরের মধ্যে খাওয়ান নাই?

উত্তরদাতাঃ না

প্রশ্নকর্তাঃ লাস্ট যখন খাওয়াইছেন, কত গুলো খাওয়াইছেন? কয় দিন খাওয়াইছেন?

উত্তরদাতাঃ এক দিন দুই দিন খাওয়াইছি।

প্রশ্নকর্তাঃ এন্টিবায়োটিক যে ওষুধ টা আনেন এইটা কি আপনারা আনেন না কি?

উত্তরদাতাঃ ডাক্তাররাই বাড়ীতে নিয়া আসে।

প্রশ্নকর্তাঃ এইটার জন্যে কি কোন প্রেসক্রিপশন লাগে?

উত্তরদাতাঃ না কোন প্রেসক্রিপশন করে না।

প্রশ্নকর্তাঃ এর জন্যে কেমন খরচ পাতি লাগে

উত্তরদাতাঃ খরচ নেয়,পাচশ, চারশ দুইশ। এই রকম বলে যে এত টাকা এসেছে। আবার ইঞ্জেকশনও করে দেখি। আবার হাজার টাকাও আসে দেখি, এই রকম দেখি।

প্রশ্নকর্তাঃ কি ধরনের ইঞ্জেকশন দেয়?

উত্তরদাতাঃ এইটা তো আমরা বলতে পারব না, ওষুধের ইয়ে তো আমরা কইয়ে পারমু না, ডাক্তাররা দেয় আমরা খাওয়াই। ডাক্তার যা বলে আমরা শুনি আর কি। তারা হাজার বারশ আটশ বলে হয়ত আমরা দুই একশ কম দিয়া দেয়। এই আর কি।

প্রশ্নকর্তাঃ ওষুধগুলোর দাম কেমন?

উত্তরদাতাঃ তারা যা কই তাই আমাদের বিশ্বাস করন লাগে আরকি।

প্রশ্নকর্তাঃ গরুর এন্টিবায়োটিক যে কিনেন এই গুলো কি অনেক দামী? খরচ কেমন হয়?

উত্তরদাতাঃ এন্টিবায়োটিক ওষুধ তো সবচেয়ে দাম বেশি, মানুষের একটা ট্যাবলেটই জ্বর অথবা ঘা এর জন্যে দিলে সেইটা পনের টাকা ষোল টাকা করে একেক টা ওষুধের দাম, ওইটা তো দামী ওষুধ ই।

প্রশ্নকর্তাঃ গরুর টা কেমন দাম?

উত্তরদাতাঃ গরুর টা আমরা এতটা বলতে পারব না। ওরা এসে চিকিৎসা করে দাম বলে নিয়া যায়।

প্রশ্নকর্তাঃ ওদের কি কোন ট্রেনিং আছে?

উত্তরদাতাঃ ওরা তো বলে আছে,

প্রশ্নকর্তাঃ কোথায় থেকে পেয়েছে, কিছু শুনছেন?

উত্তরদাতাঃ নিজ শহরে যায় টি, ইউ, নো অফিস নাকি আছে ওখান থেকে

প্রশ্নকর্তাঃ গরুর জন্যে কোন এন্টিবায়োটিক ভবিষ্যতে লাগবে এই চিন্ড্র করে রেখে দিয়েছেন?

উত্তরদাতাঃ না না, টা রাখি না, আমি চায় যে, যে কোন অসুখ জানি না হয়। আমি অগ্রিম ওষুধ কেন কিনে রাখব?

প্রশ্নকর্তাঃ এন্টিমাইক্রবিয়াল রেসিস্টেন্ট কথা আপনি কখন ও শুনেছেন? এইটা কি আপনি জানেন?

উত্তরদাতাঃ না, শুনি নাই আমি।

প্রশ্নকর্তাঃ কখনও আপনি এইন ধরণের অসুস্থার কথা শুনেছেন? এন্টিমাইক্রবিয়াল রেসিস্টেন্ট এর কারণে অসুস্থতা হয় এইটা শুনেছেন?

উত্তরদাতাঃ না, আমি শুনি নাই। আমি এত কোন খানে যাইও না এত শুনিও নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ আইচ্ছা

উত্তরদাতাঃ বাড়ীতে কাম কাজ করি বাড়ীতে থাকি।এইটা নিয়া কোন আলোচনা শুনি নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ ঠিক আছে, আপনি ভাল থাকবেন, এই ছিল আপনার সাথে আমার আলোচনা, আপনার যদি কোন প্রশ্ন থাকে আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। আল্লাহ হাফেয। (৫১.৩৪মিনিট.....শেষ)